চুয়াডাঙ্গা আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটকে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের আব্দুল গাফফার আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটক করে মানববন্ধন করা হয়েছে।

উথলী ইউনিয়নবাসী ও শোকার্ত পরিবারের ব্যানারে রোববার সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উথলী রেলস্টেশনে ২ ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয়।

এসময় খুলনা হতে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় উথলী রেলস্টেশনে পৌঁছালে মানববন্ধনের কারণে ট্রেনটি আটকা পড়ে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষার পর ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

এলাকাবাসী জানায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সেনেরহুদা গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় লোকজন মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। আকাশ হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় তারা। দাবি পূরণ না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় মানববন্ধন থেকে। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন থামিয়ে ট্রেনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সেনেরহুদা জান্নাতুল খাদরা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মহিউদ্দিন, নিহত আকাশের বাবা জিন্নাত আলী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তারা বলেন, আকাশকে পরিকল্পিতভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।

উল্লেখ, গত ২১ মে কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়রামপুর আখ সেন্টারের নিকট রেল লাইনের পাশে পড়ে ছিল গাফফার আলী আকাশ (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ। এলাকাবাসীর ধারণা ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

আকাশ জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের জিন্নাত আলীর একমাত্র ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। পরদিন চুয়াডাঙ্গার সকল আঞ্চলিক পত্রিকাসহ কিছু জাতীয় পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ প্রচার করা হয়।

এদিকে আকাশের মৃত্যুর কয়েকদিন পর মৃত্যুর ঘটনার নতুন মোড় নেয়। পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য। পরিবারের দাবি, একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে নিছক দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজশাহী থেকে খুলনাগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিইসহ রেলওয়ে পুলিশ ও এটেনডেন্টরা আকাশকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে বলে নিহত আকাশের পিতা জিন্নাত আলী দাবি করেছেন।

এ ঘটনায় নিহত আকাশের পিতা জিন্নাত আলী বাদি হয়ে গত ২১ মে ওই ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা ২ জন রেলওয়ে পুলিশ, ১ জন টিটিই এবং ২ জন এটেনডেন্টকে আসামি করে চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

আসামিরা হলেন- ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিই লালন চক্রবর্তী (৪২), রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক পারভেজ (৩৬), কনস্টেবল কাদের (৪০), এটেনডেন্ট মিলন (৩৭) ও সোহাগ মিয়া (৩৬)।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গাফফার আলী আকাশ অফিস শেষে প্রতিদিনের মতো কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। ঘটনার দিন কপোতাক্ষ ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিই, রেলওয়ে পুলিশ ও এটেনডেন্টরা টিকিট না কেটে উঠা যাত্রীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করছিলেন এবং তাদের কাছে অবৈধভাবে অনেক টাকা দাবি করছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় রেলওয়ে পুলিশসহ অন্যরা আকাশকে টেনে-হেঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে যায় এবং জয়রামপুর রেল স্টেশনের নিকট দরজা থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এ মামলায় ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রী স্বাক্ষীও প্রদান করেছেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কপোতাক্ষ ট্রেনের একই বগিতে থাকা একাধিক যাত্রীর কাছ থেকে তথ্য পেয়ে আকাশ হত্যার সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবার। পরিবারের পক্ষ থেকে

প্রত্যক্ষদর্শী এক যাত্রীর সাথে কথোপকথনের কল রেকর্ড হাতে পাওয়া গেছে। রেকর্ডে রাজশাহী থেকে ওঠা ওই ট্রেনের এক যাত্রী বলেছেন, আমরা ওই ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে ৭১ নম্বর সিটে বসে ছিলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পাই লাল গেঞ্জি পরিহিত একটা ছেলেকে (আকাশ) বগিতে দায়িত্ব থাকা কয়েকজন লোক টেনে হেঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার কাছে নিয়ে যাওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার মাথা নিচের দিক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেখানে দুইজন পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাদের সামনেই এই ঘটনা ঘটে।

কল রেকর্ডে আরও শোনা যায়, তারা দর্শনা হল্ট স্টেশনে নামার পর ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা কাদের নামের এক পুলিশের কাছে জানতে চায়, ছেলেটার অপরাধ কি ছিল? পুলিশ কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায়।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আকাশ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলে। তার অকাল মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতির অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিব (সজিব)–এর অপসারণ ও বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কলেজের প্রবেশদ্বারের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য গালিবকে গভর্নিং বডির সভাপতি করা অনৈতিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক

প্রভাবমুক্ত রাখা উচিত।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, “একজন রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আসা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পুনর্বাসন।”

এই কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “অবিলম্বে গালিবকে অপসারণ না করা হলে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

এ বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিবের বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গায় সার ডিলারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষকদের উদ্যোগে বিতর্কিত সার ডিলার আকবর আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর এবং উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শতাধিক কৃষক অভিযোগ করেন, বিসিআইসির সার ডিলার আকবর আলী দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত সার সরবরাহে অনিয়ম, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি এবং প্রকৃত কৃষকদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের মাঝে সার বিতরণসহ নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে কৃষকরা তাদের মৌসুমি চাষাবাদে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষক মো. সোহাগ হোসেন (৬০) জানান, “সরকার নির্ধারিত ১৩৫০

টাকার টিএসপি সার আমাদের ১৫০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। এছাড়াও সব ধরনের সার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় সারের যোগানই থাকে না। এতে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি ফসল উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটছে।”

বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষক আরিফ (৩২) বলেন, “ডিলার আকবর আলীর অবস্থান থাকার কথা বেগমপুরে, কিন্তু তিনি অবস্থান করেন হিজলগাড়ি ইউনিয়নে। এতে কৃষকদের অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সেখানে যেতে হয় এবং সার সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।” এছাড়াও অনেকেই বলেন, “আমরা বছরের পর বছর খেটে জমিতে ফসল ফলাই। অথচ সময়মতো সার না পেলে সেই ফসল উৎপাদনই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো।”

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা সরকারের কাছে আকবর আলীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান। তারা জানান, “আমরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখি। তবে যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হবো।”

মেহেরপুরে বিভিন্ন দাবিতে ঔষধ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

ঔষধ বিক্রির উপর কমিশন বাড়ানো, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দ্রুত ফেরত নেওয়া ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসিতে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ এবং সকল ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সংগঠনের সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রন, মতিউর রহমান, আমিনুল ইসলাম সেন্টু,

বাবর আলী, কাজী খয়রুদ্দিন আহমেদ, আসিফ আল মোনায়েম, জালাল উদ্দিন, মোঃ সেলিম খানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন “ফার্মেসিগুলো ন্যায্য কমিশন পাচ্ছে না, অথচ খরচ ও ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তাই কমিশন বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের কারণে সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতির শিকার হয়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েন। তাই দ্রুত ফেরত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আমঝুপিতে সরকারি বই বিক্রির প্রতিবাদ ও মউকের নির্বাহীকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপির বেসরকারি সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর বিরুদ্ধে সরকারি বই বিক্রির অভিযোগ ও ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আমঝুপির ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজ।

আজ মঙ্গলবার (২০ই মে) সকালে আমঝুপি বাজারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সদর উপজেলার শিক্ষক কমিটির সভাপতি ফয়জুল কবির, আমঝুপি আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মারুফ আহমেদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আঃ রাজ্জাক, ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি ফজলে রাব্বী, অভিভাবক এর পক্ষে তারিখ, আশিক, নাহিদ , নাছিমসহ স্থানীয় শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তৃণমূল মডেল একাডেমী ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের নতুন বই নিয়মবহির্ভূত ভাবে বিক্রয়, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) শিক্ষা প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যে বিচার করে তার কোন অধিকার তাদের নেই। বিচারের নামে তারা অর্থ আত্মসাৎ করে। তার কোন আইনি বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তারা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধানকে অতিসত্বর গ্রেপ্তারের দাবি জানান, তা না হলে আগামীতে বৃহৎ পরিসরে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নানা অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘদিনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদ ও তত্ত্বাবধায়কের অপসারণের দাবীতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা।

আজ সকাল ১১টার দিকে হাসপাতাল চত্ত্বরে এলাকাবাসী ও সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ, সাহেদ মাহমুদ, ক্রীড়াবিদ এ এস লিটন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

মানববন্ধনে বক্তারা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের অপসারণ, ২৫০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগের দাবি জানান। এছাড়া দালাল চক্র নির্মূল ও রোগীদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও মানবিক চিকিৎসা পরিবেশ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়।

বক্তারা বলেন, “এটা আমাদের জেলা সদর হাসপাতাল, অথচ এখানে চিকিৎসা পাওয়া যেন ভাগ্যের ব্যাপার। তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্ব পালনের বদলে নিজের সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।হাসপাতালে ওষুধ ও চিকিৎসা

সরঞ্জামের সংকট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং বহিরাগত দালালদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

মানববন্ধনে শতাধিক মানুষ অংশ নেয়, যাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা, নাগরিক সমাজের সদস্য, রোগীর স্বজন ও মানবাধিকারকর্মীরা।

তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদানসহ বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যায় আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) কে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৪ মে) দুপুর ১২টায় আসামিদের বাড়ির সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে নিহত রিয়াদের স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মদনা-পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. শফিউল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মো. নাহারুল মাস্টার, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. একরামুল হোসেন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (১২ মে) দুপুরে ছয়ঘরি গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে বাইতুল্লার ছেলে মো. হযরত আলী তার সঙ্গে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে জিয়াউর রহমান কাজীর ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার (১৩ মে) নিহত রিয়াদের পিতা দর্শনা থানায় ৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদ তিতুমীর জানান, ইতোমধ্যে দুইজন আসামিকে আটক করা হয়েছে এবং বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ঝিনাইদহে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

ঝিনাইদহ শহরে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে রেলপথ বাস্তবায়ন পরিষদের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

এ সময় সংগঠনটির নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন। ঘণ্টাব্যাপী চলা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রেলপথ বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি রেল আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমিন লিম্পা, সহ-সভাপতি হোসেন ইমাম (হিমু), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভীর মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আশিকুর রহমান মিনার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তারেক মাহমুদ জয়, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কার্যনির্বাহী সদস্য মাহবুব মল্লিক, সাংস্কৃতিক কর্মী শাহিনূর

রহমান লিটন, সামাজিক ব্যক্তিত্ব গাউস গোর্কী, আনোয়ার পারভেজ মাসুম, জিহান লিমনসহ আরও অনেকে।

এছাড়া কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেললাইন থাকলেও ঝিনাইদহ শহর এখনও রেল সংযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ শহর হয়ে কুষ্টিয়া বা চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এই রেলপথ বাস্তবায়িত হলে এই অঞ্চলের মানুষের বহুল প্রত্যাশিত যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়াতে চাচাশ্বশুরকে হত্যাকারী সবুজের ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে চাচাশ্বশুর ইলিয়াস হোসেনকে হত্যাকারী জামাই সবুজ আহমেদের ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গ্রামবাসি।

আজ শুক্রবার (০৯ মে) বিকালে কাথুলি- মেহেরপুর সড়কের গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামে এই মানববন্ধন করেন তারা।

কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টুর নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম, স্থানীয় ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শওকত হোসেন, কামরুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার, মাওলানা জাবের আলী, আব্দুল কুদ্দুস, স্কুল শিক্ষক আক্তারুজ্জামান লাভলু, রহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
মানববন্ধনে এলাকার নারী, পুরুষ, শিশুসহ শতাধিক মানুষ অংশ নেন। মানববন্ধন থেকে তারা খুনি সবুজের ফাঁসির দাবি করেন।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (০৮ মে) ভোরে ভাইয়ের জামাই সবুজ হোসেনের উপূর্যপুরি ছুরিকাঘাতে চাচাশ্শুর ইলিয়াস হোসেন নিহত হন। এসময় গ্রামবাসি সবুজ হোসেনকে আটক করে গণধোলাইকালে সেনবাহিনী ও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নেন।
এঘটনায় ইলিয়াস হোসেনের ভাই বাদি হয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সবুজ, তার পিতা আওয়ামী লীগ নেতা ময়নাল হক ও মা সুখিয়ারা খাতুনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মেহেরপুরে শিশু বলাৎকারকারীর শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

শিশু বলাৎকারের ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আমঝুপি ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরকে আরও সচেতন হতে হবে। তারা গোলাম মোস্তফার ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। বক্তারা আরও বলেন, এমন অপরাধের সুষ্ঠু বিচার না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড বহন করে “যৌন হেনস্থা বন্ধ হোক”, “ধর্ষক মোস্তফার বিচার চাই” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

পরে একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের কাছে প্রদান করা হয়।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফাকে

ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।